মুজিবনগরে ছাত্র বলাৎকারের অভিযোগে মাদ্রাসা শিক্ষক গ্রেফতার

মেহেরপুরের মুজিবনগরে একটি মাদ্রাসার আরবি শিক্ষকের বিরুদ্ধে বোর্ডিংয়ে থাকা এক ছাত্রকে বলাৎকারের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষক নুর উদ্দিন (২৫)-কে গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার বাসিন্দা সাহিদুর রহমান তার ১১ বছর বয়সী ছেলে জুবায়েরকে মুজিবনগর বাজার আইডিয়াল মাদ্রাসা ও দারুল হিফজখানার বোর্ডিংয়ে রেখে পড়াশোনা করাচ্ছিলেন। ৯ এপ্রিল সন্ধ্যায় এক সহপাঠীর অভিভাবকের মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন, মাদ্রাসার আরবি শিক্ষক নুর উদ্দিন তার ছেলেকে বিভিন্ন সময়ে গভীর রাতে কক্ষে নিয়ে গিয়ে একাধিকবার বলাৎকার করেছে।

খবর পেয়ে ভুক্তভোগীর বাবা দ্রুত মাদ্রাসায় এসে স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা লক্ষ্য করেন। পরে ছেলের সাথে কথা বলে তিনি ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে অবগত হন।

স্থানীয়দের মধ্যেও এ নিয়ে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে এবং আরও কয়েকজন ছাত্রের সাথে একই ধরনের ঘটনার অভিযোগ উঠেছে বলে আলোচনা হতে থাকে।

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ক্ষুব্ধ জনতা মাদ্রাসা ঘেরাও করে। এ সময় খবর পেয়ে মুজিবনগর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেফতার করে।

ঘটনার বিষয়ে ভুক্তভোগীর পরিবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগটি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এ ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ বিরাজ করছে। শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দ্রুত বিচার ও কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

দামুড়হুদার বিষ্ণুপুরে শিক্ষক কর্তৃক মাদ্রাসা ছাত্র বলাৎকার

দামুড়হুদার বিষ্ণুপুরে দারুল উলুম ফুরকানিয়া কওমী মাদ্রাসার এক শিক্ষার্থীকে বলাৎকারের অভিযোগে অভিযুক্ত শিক্ষককে গণধোলাই পর পুলিশের কাছে তুলে দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্ত মাদরাসা শিক্ষক হাফেজ মাওলানা আরাফাত হোসেন শিশির (২৫) দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর গ্রামের মল্লিক পাড়ার আব্দুল করিমের ছেলে। গতকাল শনিবার বেলা আনুমানিক সকাল ১১টার দিকে মাদরাসা প্রাঙ্গনে এই গণধোলাইয়ের ঘটনা ঘটে। পরে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে হেফাজতে নেন।

জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলার বিষ্ণুপুর দারুল উলুম ফুরকানিয়া কওমি মাদ্রাসার শিক্ষক হাফেজ মাওলা আরাফাত হোসেন শিশির একই মাদরাসার নাজেরা বিভাগের ছাত্র (১২)কে ফুঁসলিয়ে বিভিন্ন সময়ে বলাৎকার করে আসছিল। ঐ মাদ্রাসা ছাত্র বাড়িতে ছুটিতে গিয়ে আর মাদ্রাসায় ফিরে আসতে না চাইলে পরিবারের লোকজনের সন্দেহ হয়। পরে সে পরিবারের লোকজন কে ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত খুলে বলেন।

গতকাল শনিবার বিষয়টি জানাজানি হলে স্থানীয় লোকজন মাদরাসায় গিয়ে ওই শিক্ষককে উত্তম মাধ্যম গণধোলাইয়ের পর একটি কক্ষে আটকে রাখেন। পরে থানা পুলিশকে খবর দেয়া হয়। থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্ত কে হেফাজতে নেন। এ বিষয়ে ভুক্তভোগী মাদ্রাসা ছাত্রের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে বলেও জানাগেছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন বলেন, ৯৯৯ লাইনে ফোন পেয়ে ঘটনাস্থলে যেয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে উত্তেজিত জনতার হাত থেকে অভিযুক্ত শিক্ষককে উদ্ধার করে থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। বিষয়টি আইনগত প্রক্রীয়াধীন।

গাংনীতে শিশু বলাৎকারকারীর দুই সহযোগী গ্রেফতার

গাংনীতে শিশু বলাৎকারকারীর দুই সহযোগীকে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী শহরের মাঠপাড়ার বিশারত আলীর ছেলে আখের আলী ও শফিকুল ইসলামের ছেলে শিশু রাহুল।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জহির রাইহানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম শুক্রবার দিবাগত মধ্যরাতে তাদের নিজ নিজ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এই দুই আসামিকে গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মামলার আইও এসআই জহির রাইহান বলেন, আখের ও রাহুল দুজনেই শিশু বলাৎকার কারীর সহযোগী হিসেবে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। এছাড়া মুরছালিনকে গ্রেফতার করতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৫ জুলাই গাংনী উপজেলা শহরের মাঠপাড়ার মুরগী ব্যবসায়ী মুরছালিন একই পাড়ার এক শিশুকে পাখি শিকারের নামে ডেকে নিয়ে একটি কলা ক্ষেতের মধ্যে ধর্ষণ করে। এই ধর্ষণের ভিডিও ও ছবি বিভিন্ন লোকের মোবাইল ফোনে ছড়িয়ে পড়ে। পরে গতকাল শুক্রবার দুপুরের দিকে ওই ধর্ষিতা শিশুটির মা বাদী হয়ে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার পরপরই অভিযান শুরু করে গাংনী থানা পুলিশ।